ফ্যাক্ট চেকিং

ফাঁদ
বিশৃঙ্খলা
উত্তম চর্চা
যাচাই
বিভ্রাট
অনুসন্ধান
ধাপ
বাঁচা
লড়াই
গুজব
নৈতিকতা
ব্যবহার

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে
MRDI
Internews
Local voices. Global change.

তথ্য বিশৃঙ্খলা কী

১. **ভুল তথ্য** (Misinformation)
অনিচ্ছাকৃত ভুল; যেমন ভুল ছবি, ছবির ক্যাপশন, তারিখ, পরিসংখ্যান, অনুবাদ বা কোনো রম্য লেখাকে তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করা।

২. **কুতথ্য** (Disinformation)
মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বানোয়াট বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত তথ্য, ছবি, অডিও বা ভিডিও ছড়ানো।

৩. **অপতথ্য** (Malinformation)
জনস্বার্থ নয়, ব্যক্তিগত ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা বা ছড়ানো।

৭ ধরনের
তথ্যবিভ্রাট

১ **বিভ্রান্তিকর আধেয় (Misleading Content):** কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যের বিভ্রান্তিকর ব্যবহার।

২ **প্রতারণামূলক আধেয় (Imposter Content):** তথ্যের নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশ ধারণ করে ভুল ও বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করা।

৩ **বানোয়াট আধেয় (Fabricated Content):** নতুন তথ্য; যা শতভাগ মিথ্যা এবং যা মানুষকে বিভ্রান্ত ও কারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে জেনে-বুঝে ছড়ানো হয়।

৪ **ভুল সংযোগ (False Connection):** যখন শিরোনাম, ছবি, ভিডিও বা ক্যাপশনের সঙ্গে মূল আধেয়র বা সংবাদের মিল থাকে না।

৫ **ভুল প্রেক্ষাপট (False Context):** যখন সঠিক তথ্যকে ভুল প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়।

৬ **বিকৃত আধেয় (Manipulated Content):** যখন জেনে-বুঝে এবং ভুল বার্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো সত্য তথ্য, ছবি, অডিও বা ভিডিওকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়।

৭ **রম্য (Satire/Parody):** কোনো খারাপ উদ্দেশ্য না থাকলেও পাঠক/দর্শকের বোকা বনে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তথ্যবিভ্রাট ও গুজব কীভাবে ছড়ায়

১. **ছবি কারসাজি:** ছবির বিকৃতি ঘটানো অথবা আসল ছবি কিন্তু ভিন্ন স্থান বা সময়ে তোলা।

২. **বানোয়াট ভিডিও:** পুরোনো ভিডিও, অপ্রাসঙ্গিক ব্যবহার, সম্পূর্ণ বানোয়াট ভিডিও (যেমন এডিট করা বা এআই দিয়ে তৈরি ভিডিও)।

৩. **তথ্যের বিকৃত উপস্থাপন:** সত্য সংবাদ মিথ্যা শিরোনাম, মতামতকে ঘটনা বানানো, তথ্যের পরিবর্তন, ভিন্নভাবে দেখানোর জন্য কোনো সঠিক তথ্য এড়িয়ে যাওয়া।

৪. **নকল ও কাল্পনিক বিশেষজ্ঞ:** সংবাদ প্রতিবেদনে বা মতামত নিবন্ধে অস্তিত্বহীন বিশেষজ্ঞ বা প্রতিষ্ঠানের বরাত দেওয়া, ভুল অনুবাদ।

৫. **গণমাধ্যমের অপব্যবহার:** অখ্যাত গণমাধ্যম বা ব্লগের ব্যবহার বা সত্য খবর (বিশেষ করে স্ক্রিনশট) বিকৃতভাবে উপস্থাপন।

৬. **তথ্য বিকৃতি:** গবেষণায় পদ্ধতিগত বিকৃতি, ফলাফলের ভুল ব্যাখ্যা, অকার্যকর তুলনা।

তথ্য বিশৃঙ্খলা এবং বিভ্রাটের বিরুদ্ধে লড়তে কী প্রয়োজন

ফ্যাক্ট চেকিং

- ভুল তথ্যের বিপরীতে সঠিক তথ্য কী, তা বের করাই ফ্যাক্ট চেকিং।
- কোনো তথ্য ভুল না সঠিক, তা নির্ধারণ করাই এখানে মুখ্য বিষয়।
- ফ্যাক্ট চেকিং হলো ভেরিফিকেশনের একটি বিশেষ মাধ্যম।

ভেরিফিকেশন

- ভুল তথ্য থেকে প্রমাণাদির ভিত্তিতে সঠিক তথ্য আলাদা করে নির্ভুল তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পদ্ধতিই ভেরিফিকেশন।
- ভেরিফিকেশন হলো একটি কৌশল, যা ব্যবহার করে কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায়।

ফ্যাক্ট চেকিং কেন গুরুত্বপূর্ণ

১. ফ্যাক্ট চেকিং ভুল তথ্য থেকে সৃষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ভয়, আতঙ্ক, সংঘাত ও ঘৃণা ছড়ানোকে প্রতিহত করে।

২. ব্যক্তিকে তথ্যের সত্যতা নিয়ে ভাবতে এবং প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে।

৩. সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া উসকানিমূলক বার্তা, ছবি ও ভিডিও সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করে।

৪. সাইবার অপরাধী শনাক্ত করে অনলাইন হয়রানি এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে।

৫. ভাইরাল হওয়া ভুয়া তথ্যের সত্যতা উন্মোচন করে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করে।

৬. সঠিক ও দায়িত্ববান সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনগণ ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যকার আস্থা ধরে রাখতে ভূমিকা রাখে।

৭. সঠিক তথ্য নিশ্চিতকরণে আধেয় নির্মাতা ও পাঠক/দর্শকদের দায়বদ্ধ রাখে।

৮. সঠিক তথ্য সরবরাহ করে জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৯. আধুনিক সংবাদমাধ্যমে ভুয়া খবর ও ভুল তথ্য এড়িয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে।

১০. ডিজিটাল মাধ্যমে নীতিনৈতিকতা মেনে চলা এবং আইনগত ঝুঁকি মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে।

১১. ফ্যাক্ট চেকিংয়ের জ্ঞান তথ্য আহরণের দৃষ্টি প্রসারিত করে এবং অপতথ্যের ফাঁদ থেকে রক্ষা করে।

ফ্যাক্ট চেকিংয়ের প্রাথমিক ধাপসমূহ

১. ফ্যাক্ট চেকিংয়ের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন-

- ক্রিটিক্যাল থিংকিং বা কোনো বিষয় তলিয়ে দেখার মানসিকতা।
- ইন্টারনেট ব্যবহারের কিছু কৌশল জানা।

২. দাবি (Claim) নির্বাচন: কোন তথ্য বা দাবি যাচাই করা হবে এবং কোনটি করা হবে না কিংবা যাচাই করার মতো নয়, তা নির্বাচন করুন।

- *কোনটি যাচাইযোগ্য:* সংখ্যা, উক্তি, নির্দিষ্ট সূত্র, প্রসঙ্গ, মূল সূত্র, স্পষ্ট ছবি বা ভিডিও।
- *কোনটি যাচাইযোগ্য নয়:* মতামত, গল্প, বেনামি সূত্র, বিচ্ছিন্ন তথ্য, উৎসবিহীন তথ্য, অস্পষ্ট ছবি বা ভিডিও।

৩. যে তথ্য যাচাই করবেন, তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।

৪. প্রকাশিত খবর বা তথ্যের তারিখ চেক করুন।

৫. বানান ও ভাষা খেয়াল করুন।

৬. সংশ্লিষ্ট বার্তায় যে দাবি করা হয়েছে, তা একাধিক বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে যাচাই করুন, সূত্রগুলোর সংশ্লিষ্টতা মিলিয়ে দেখুন।

ছবি/ভিডিও যাচাই

- পর্যবেক্ষণ করুন, অনুসন্ধান করুন ও ছবি/ভিডিওটি একাধিকবার দেখুন।
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে পেলে মন্তব্যগুলো পড়ুন।
- কে ধারণ করেছে, কোথায়, কখন এবং কেন করেছে, তা জানুন।
- ছবি যাচাই করার জন্য গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ, টিনআই, ফটোফরেনসিকস, আইএমজিঅপস, জিওলোকেশন টুলগুলো ব্যবহার করুন।
- ভিডিও যাচাইয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে ছবি আকারে যাচাই করুন এবং প্রয়োজনে ইউটিউব ডেটাভিউয়ার বা ইনভিড ব্যবহার করুন।

জিওলোকেশনের ব্যবহার

- সব সময় ছবি বা ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড বা পারিপার্শ্বিক চিত্র পরীক্ষা করুন।
- মানচিত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করুন।
- বিভিন্ন চিত্র দেখে একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক খুঁজুন।
- রাস্তার গঠনপ্রণালি, বিভিন্ন চিহ্ন, গাড়ির নম্বরপ্লেট লক্ষ করুন।
- বিভিন্ন স্থাপনার নাম, নকশা ও সাজসজ্জা থেকে অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন।
- ছবিটি জুম করুন, রোটেট করুন এবং ছোট ছোট ক্লু বের করুন।
- ছবি বা ভিডিওর সঙ্গে থাকা ক্যাপশন বা বর্ণনা থেকেও পেতে পারেন নানা তথ্য।

ওয়েবসাইট ভেরিফিকেশন ও অনলাইন অনুসন্ধান

১ ডোমেইনের নাম চেক করুন, তাদের ডিসক্লেইমার খুঁজুন।

২ ডোমেইনের বয়স চেক করুন।

৩ ঠিকানা, যোগাযোগের পদ্ধতিগুলো বিস্তারিত চেক করুন।

৪ ওয়েবসাইটের ডিজাইনটি খেয়াল করুন।

৫ ওয়েবসাইটটির সংশোধনী নীতিমালা আছে কি না দেখুন।

৬ সূত্র দেওয়া না থাকলে কি-ওয়ার্ড সার্চ করুন।

৭ সত্যের বিকৃত উপস্থাপন যাচাইয়ের জন্য গুগল অ্যাডভান্সড সার্চ ব্যবহার করুন।

৮ সরিয়ে ফেলা সংবাদ খুঁজে পেতে গুগল ক্যাশ সার্চ ব্যবহার করুন।

৯ বিশেষজ্ঞ যাচাই করার জন্য তাঁর ইতিহাস, সামাজিক অ্যাকাউন্ট, ওয়েবসাইট, লেখা এবং তাঁর সহকর্মীদের অভিমত খুঁজে দেখুন।

১০ অখ্যাত ও ব্লগের সংবাদ অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে তার উৎস খুঁজে বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করুন।

ভুয়া তথ্যের ফাঁদ থেকে বাঁচার উপায়

১ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া তথ্য/বার্তাটি প্রথমে সন্দেহের তালিকায় রাখুন।

২ অনলাইনে কোনো বার্তা পাওয়ার পর সেই অনলাইন মাধ্যম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। ওয়েবসাইট বা সামাজিক মাধ্যমের পেজটি যে বা যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁদের পরিচয় দেওয়া আছে কি না, তা সন্ধান করুন।

৩ উক্ত মাধ্যম বা পেজ থেকে এর আগে ভুয়া বার্তা ছড়ানো হয়েছে কি না, তা যাচাই করুন।

৪ বার্তাটির মূল উৎসের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হোন। উৎসবিহীন বার্তা এড়িয়ে চলুন।

৫ বার্তায় ব্যবহৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে কি না, তা যাচাই করুন।

৬ যেকোনো শিরোনাম বা আংশিক বার্তার ওপর নির্ভর করবেন না। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করুন।

ফ্যাক্ট চেকিংয়ের উত্তম চর্চা ও নৈতিকতা

১

ফ্যাক্ট চেকিংয়ের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শিকভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকতে হবে।

২

ফ্যাক্ট চেকিংয়ে অস্পষ্ট বা ভুল সূত্র ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩

ফ্যাক্ট চেকিংয়ে ব্যবহৃত সূত্রগুলো বিশ্বস্ত ও স্বচ্ছ হতে হবে এবং সূত্রগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

৪

ফ্যাক্ট চেকিংয়ে ব্যবহৃত উপযুক্ত গবেষণা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

৫

ফ্যাক্ট চেকিংয়ে প্রাপ্ত সত্যটি কোনো মাধ্যমে প্রকাশের উদ্দেশ্য থাকলে পক্ষে-বিপক্ষে প্রমাণসহ বিস্তারিত প্রকাশ করতে হবে।